দৈনিক বাংলা

১৮

তারিখ 06 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ঢাকা ভার্সিটির পরিবেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ধৈর্য, সহনশীলতা ও সহমর্মিতার চেতনা নিয়ে জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ অব্যাহত রাখতে গঠনমূলক ও সহায়ক ভূমিকা পালনের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংবাদপত্রসহ সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আবেদন জানিয়েছেন। এই আবেদন জানাবার প্রয়োজন ছিল। দেশের সর্ববৃহৎ ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাতে স্বাভাবিক অধ্যয়ন অধ্যাপনা ক্রমাগতই দুরূহ হয়ে উঠছে। এই বিদ্যাপীঠকে অস্ত্র ও সন্ত্রাসমুক্ত করা এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনতিবিলম্বে উদ্যোগী ও সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় দেশের উচ্চশিক্ষার আরও সর্বনাশ ঘটবে, অপূরণীয় ক্ষতি হবে ছাত্র ও অভিভাবক সমাজের। এই ক্ষতি রোধে সচেষ্ট হওয়ারই আবেদন জানিয়েছেন ভাইস চ্যান্সেলর।

গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আরেক দফা অস্ত্রের মহড়া দেখা গেল। বর্তমান সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস কমেছিল, সেশনজটও প্রায় দূর হয়েছিল কিন্তু সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে আবার সন্ত্রাস উসকে দেয়া হয়েছে। প্রমাণ হয়েছে, ভার্সিটিতে বেআইনী অস্ত্র আছে এবং আমদানী হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত করা এবং এখানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে। এ জন্য অনেক কমিটি ও সভা-সেমিনার হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের অনেকেই বড় বড় অঙ্গীকারও ঘোষণা করেছে। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার, সাময়িক বিরতি ছাড়া পরিস্থিতির তেমন কোন উন্নতি হচ্ছে না। দেশের কোনখানে রাজনৈতিক বিরোধ বিবাদ ঘটলেই তা ক্যাম্পাসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়া হয়। বাংলা একাডেমীর একুশের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দেশবাসী সহিংসতার ইচ্ছাকৃত বিস্তার প্রত্যক্ষ করেছেন।

এ সত্য সবাই জানেন যে, শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিরই বাঞ্ছিত উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়। আমাদের গরীব ও উন্নয়নশীল দেশের সকল ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধন না করতে পারলে দারিদ্র্যমোচন বা স্বাধীনতার সুফল ভোগ কোনটাই সম্ভব হবে না। দেশোন্নয়নের স্বার্থেই এদেশে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার ও বিকাশ অপরিহার্য ও একান্ত জরুরী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস ও অস্ত্রমুক্ত হলে এবং শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ এখানে আবার ফিরে আসলে এই অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জন সম্ভব হবে। শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে সংশ্লিষ্ট সকলের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলবাজির উর্ধ্বে উঠতে হবে। ভিসির অপসারণ দাবী বা কোন অযৌক্তিক আন্দোলন দিয়ে তা সম্ভব হবে না। ভিসি অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ অব্যাহত রাখতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। জাতীয় স্বার্থ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম এবং শিক্ষা ও ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণের কথা ভেবে এই আবেদনে সাড়া দেয়ার জন্য আমরাও তাদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি। এখনকার ক্ষুদ্র স্বার্থের চেয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা তাদের অবশ্যই ভাবতে হবে।